তারিখ ...1 8 ... 2008 ...
পৃ: ...

বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক চলছে

বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে দেশটির অনেকেই গর্ব করেন। কিন্তু বর্তমানে এখানে শিশু শিক্ষা নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক। অনেক বাবা-মা তার সন্তানের পড়শোনা নিয়ে চিন্তিত। বাবা-মায়েরা বুঝে উঠতে পারছেন না তারা তাদের সন্তানদের জন্য কি ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা করবেন। বিশেষ করে ১৪ থেকে ১৯ বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য। তারা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে স্কুলে কোন বিভাগে ভর্তি হবে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। পিতা-মাতা এর জন্য কি ধরনের পরিকল্পনা করবেন তাও বুঝে উঠতে পারছেন না।

কোন বিভাগে তাদের ভর্তি করা হবে সেটি নির্ধারণ করা স্কুল এবং পরিবারের উভয়ের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশটির শিক্ষাবিদ এড ব্যালস বলেন, বর্তমানের লেখাপড়া পদ্ধতি বড্ড বেশি জটিল। এ পদ্ধতি কিশোর ও তার বাবা-মায়ের জন্য কঠিনরূপ ধারণ করছে। এমনকি পদ্ধতিটি তাদের উপদেষ্টাদের বোঝার জন্যও কঠিন। তার মতে তরুণদের জন্য আরো সমন্বিত ও যুক্তিসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। এ শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন পরীক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে। এ পরীক্ষা বোর্ড এ লেভেল পরীক্ষার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এখন তাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। একে চারটি স্তরে ভাগ করা বা বিভক্ত করা হয়েছে। যারা ভালো জিইএসইএস লেভেলের নিচে কাজ করছে তাদের জন্য এটি হবে মৌলিক শিক্ষা।

ডুপ্লিকেশন বা দ্বৈততা

এ বছর থেকে সরকার কিছু স্থানে ডিপ্লোমা শিক্ষার স্তর বাড়াচ্ছে। তারা চারটি স্তরে তা করবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় কিভাবে এমন একটা পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হবে, বিশেষ করে যা এখনো শুরু হয়নি, কিভাবে তাকে দ্বিগুণ করা হবে এবং এ নতুন পদ্ধতিকে মূলধারার সঙ্গে কিভাবে মেলানো হবে- এ প্রশ্নগুলো এখন তৈরি হয়েছে।

এক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, ২০১৩ সালের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ সময়ে ১৭টি ডিপ্লোমা এবং এক্সটেনডেড ডিপ্লোমা সব স্থানে সহজলভ্য হবে। যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৬ তারা তাদের পরবর্তী শিক্ষা জীবনের জন্য এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি বেছে নিতে পারবে।

এখন বৃটেনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, বর্তমানে যাবে তাদের এ বিষয়গুলো দিয়ে যাচাই-বাছাই করা হবে। তার মানে অনেক বেশি একাডেমিক ডিপ্লোমা ডুপ্লিকেট বা ডাবল সুবিধা দেয়া হবে, যা জিসিএসইএসে অফার করা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, কিভাবে এ অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা গণিত, ভাষা এবং বিজ্ঞানকে এ লেভেলে ডুপ্লিকেট করবে বা একই বিষয়ে দুটি অর্জন হবে কি না? এ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে এ লেভেলের ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলবে ঘটনাক্রমে এর ফলাফল বিকল্প এক পরিকল্পনায় নিয়ে আসবে। বিষয়টি এ রকম যে, মন্ত্রীরাই নির্বাচিত করবে তারা শিক্ষার জন্য কি করতে চান। পরিকল্পনাটি খুব সাধারণ যে, ডিপ্লোমাকে সেরা যোগ্যতায় নিয়ে আসা। আর এটাই হবে ডিপ্লোমা গ্র্যাজুয়েটদের অতিরিক্ত যোগ্যতা।

বডি মেসেজ

শিক্ষামন্ত্রী বা স্কুল মিনিস্টার জিম নাইট বর্ণনা দিচ্ছেন, কি কি বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে তার আগে তিনি জানাচ্ছেন, বিটেকস (বিজনেস কাউন্সিল এবং এডুকেশনাল কাউন্সিল) প্রতি ভোকেশনালের ১৫ বছরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে জনপ্রতি সাতজনের দুজনকে

তরুণদের কাজের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। পরিষ্কার উন্নতমানের মূল্যবোধ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে নেবে।

এ কারণে বর্তমান জিসিএসইএস (বৃটেনের শিক্ষা পদ্ধতি) ও এ লেভেলের বদলে প্রায়োগিক জিসিএসইএস ও এ লেভেল পদ্ধতি চালু করা উচিত। এর সঙ্গে আরো অনেক ব্যবহারিক ও ভোকেশনাল কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা উচিত, যাতে ডিপ্লোমা পদ্ধতি ও কাজের শেষে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। বৃটেনে কিছুদিন পরে অনেক ভোকেশনাল শিক্ষা চালু হতে যাচ্ছে এবং দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ও কর্মকর্তারা একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চাচ্ছে। সরকার এখনো ছাত্রছাত্রীদের পড়ার খরচ জুগিয়ে যাবে, যাতে তারা স্কুল ও কলেজের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে।

এখন বৃটেনে প্রি-ইউ একজাম বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা চালু হতে যাচ্ছে। এ পরীক্ষা নেবে এক বিশেষ পরীক্ষা বোর্ড। যা প্রবর্তন করা হয়েছে এক বাস করে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দেখা সম্ভব কি না? এ জায়গায় এসে সরকারের পরিকল্পনা থমকে দাঁড়িয়েছে। যেমন, উদাহরণ হিসেবে ডিপ্লোমারা ডুপ্লিকেট প্রাকটিস করতে পারবে। মানে তারা দুটি জায়গায় যেতে পারবে। যা তাদের অফার করা হবে প্রয়োগিক বা অ্যাপ্লাইড এ লেভেলে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। বলা হচ্ছে যারা ডিপ্লোমা নেবে না, তাদের জন্য প্রয়োগিক বা অ্যাপ্লাইড জিসিএসইএস চলতে থাকবে। এখন থেকে তাদের বিষয়টি হিসাবে রাখা হবে। এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে এ প্রয়োগিক বা অ্যাপ্লাইড এ লেভেল অ্যাডভান্স লেভেলে ডিপ্লোমা থেকে আলাদা হবে।

আগে থেকে সিদ্ধান্ত, পূর্ব অনুমান

এখানে আরেকটি ধাঁধা আছে। এ পরিকল্পনা বলছে, তিনটি একাডেমিক ডিপ্লোমা সাবজেক্ট থাকবে। সেগুলো হলো ভাষা, গণিত এবং বিজ্ঞান। এ বিষয়টি থাকবে তাদের জন্য যাদের বয়স ১৪ বছর। ভবিষ্যতে জিসিএসইএসতে যারা বেছে নেয়। তিনি বলেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিটেকসকে খানিকটা শক্তিশালী করা ও আরো বড় আকারের ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা। অন্যরা আশা করবে এটি ভোকেশনাল শিক্ষাগত যোগ্যতাকে খানিকটা ওপরে ওঠাবে। যারা সাংবাদিকতায় পড়তে আসবে তারা আনন্দ পাবে কেক সাজানোয়, আবার তার সঙ্গে বডি মাসাজ বা শরীর দলাই-মালাই এবং পার্কিং অ্যাটেন্ডেন্স বা গাড়ি পার্কিংয়ের টিকেট দানকারীর সার্টিফিকেটও তারা পাবে। মি. নাইট যে বিষয়টি উল্লেখ করেননি জিসিএসইএস এবং এ লেভেল-ও সবাই একইভাবে এ ধরনের সার্টিফিকেট অর্জন করে। কিন্তু মি. নাইটের ডিপার্টমেন্টে পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে তৈরি করেছে। তারা ডিপ্লোমার মানকে সাধারণ শিক্ষা যেমন : জিসিএসই এবং এ লেভেলের সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে চাইছে।

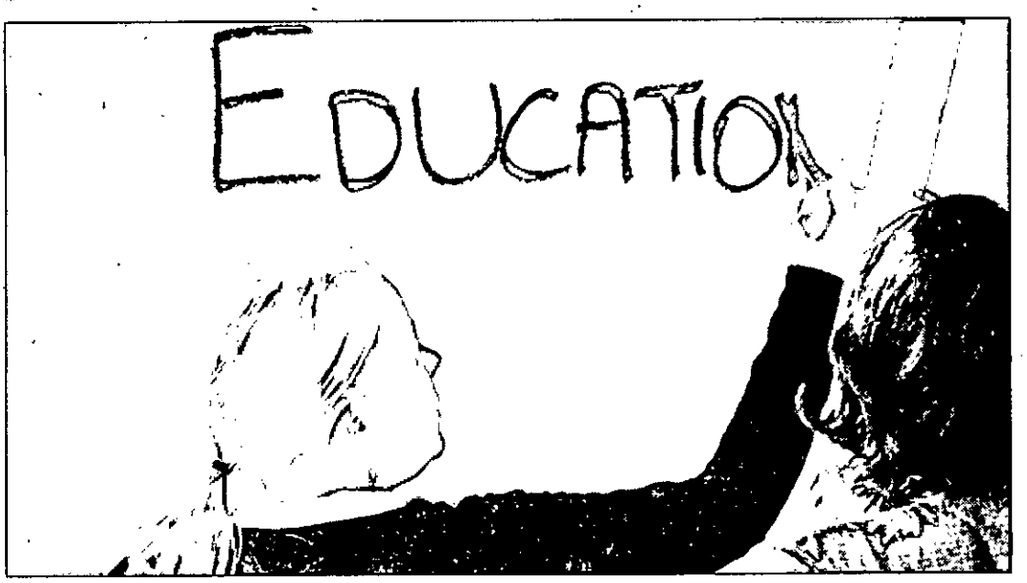

বিজয় মজুমদার

বিদেশি পত্রিকা অবলম্বনে